কন্যাশিশুর অধিকারঃ আমাদের অঙ্গীকার

প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তার বেঁচে থাকার ও বিকশিত হবার অধিকার সাথে নিয়ে। ছেলেশিশুর মতো কন্যাশিশুও এই অধিকারের সমান দাবীদার। আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদের ৬নং ধারায় স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে,"রাষ্ট্র, শিশুর জীবনরক্ষা ও পূর্ণ বিকাশে সকল প্রকার দায়িত্ব পালন করবে"। এছাড়া ছেলে, মেয়ে নির্বিশেষে সকল শিশুর মৌলিক, মানবিক প্রয়োজন পূরণ আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারও বটে।

এই অঙ্গীকারের আলোকেই আমাদের আকাঙ্ক্ষা– প্রতিটি কন্যাশিশু যেন পায় সুষম খাদ্য। সে যেন বেড়ে ওঠে পুষ্ট, সবল, পরিশ্রমী হয়ে। যেন তার হাতে থাকে কর্মীর বলিষ্ঠতা, যেন তার মেধায় থাকে বুদ্ধির দ্যুতি। মানবসভ্যতার আদি থেকে আজ পর্যন্ত তিলে তিলে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে মানুষের জ্ঞানভান্ডারে, তার উপর কন্যাশিশুরও যেন থাকে পূর্ণ অধিকার। বর্ণ-পরিচয় থেকে শুরু করে বিজ্ঞান-সাহিত্য কিংবা সমাজতত্ত্বের দরজা যেন তার জন্য উন্মুক্ত থাকে জীবনভর। কেবল 'গেরস্থালীর ঘানি টানা' একঘেয়ে জীবন নয়, যেন কন্যাশিশুর জন্য অপেক্ষা করে জ্ঞানে-শক্তিতে-শ্রমে-সৃষ্টিশীলতায়-কর্মদক্ষতায় উজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ 'ভবিষ্যত'। সে যেন উপভোগ করে তার পছন্দের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, খেলাধূলা ও চলাচলের অধিকার। বাড়ন্ত বয়সের প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও যত্ন থেকে যেন কোনমতেই বঞ্চিত না হয় সে। রোগে চিকিৎসা, পথ্য আর সহানুভূতি তার মানবিক প্রাপ্য। নানা মাত্রার যে বঞ্চনা, নির্যাতন চলে সারা পৃথিবীর কন্যাশিশুদের উপর, তার থেকে নিস্কৃতি পাবার অধিকারও তার জন্মগত।

ইউনিসেফের শিশু পরিস্থিতি সম্পর্কিত ২০০৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সূচনা বক্তব্যে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বলেন,"একের পর এক সমীক্ষা থেকে আমরা জেনেছি, মেয়েদের শিক্ষার চেয়ে উন্নয়নের অধিক কার্যকর আর কোন হাতিয়ার নেই। অন্য কোন নীতিই হয়তো এরকমভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস, পুষ্টি উন্নয়ন এবং এইচআইভি/এইডস-এর বিস্তার রোধে সহায়তা-সহ স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সাধন করতে পারবে না। অন্য কোন নীতি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এতোটা শক্তিশালী নয়"। এই মন্তব্য থেকে কন্যাশিশুর সার্বিক বিকাশের অধিকার সুনিশ্চিত করার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

অথচ, বিশ্বের বাস্তবতা বর্তমানে কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। বাংলাদেশে শতকরা ৩০ ভাগ শিশু অপুষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে মারাত্মক অপুষ্ট শিশুর শতকরা ৯ ভাগ কন্যাশিশু ও ৬ ভাগ ছেলেশিশু। প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলেদের হার ৮১ ভাগ, মেয়েদের ৭৬ ভাগ। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই হার ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪৮ ও ৩৬ ভাগ। শ্রমজীবি শিশুদের মধ্যে যে ২২ ভাগ শহর এলাকায় কাজ করে তাদের ১৯ ভাগই কন্যাশিশু, যারা মূলত গৃহপরিচারিকার কাজে নিয়োজিত। মজুরীবিহীন শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের ৫৮ভাগ ছেলেশিশু, ৭১ ভাগ কন্যাশিশু। আর্ন্তজাতিক শিশু অধিকার সনদের ৩৪ ধারায় পতিতাবৃত্তির মতো যৌন-শোষণ থেকে কন্যাশিশুদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হলেও, বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীদের শতকরা ৪৩ ভাগের বয়সই ১৮ বছরের নীচে। ২০০৩ সালে ধর্ষিত হয়েছে ৫৬২ জন, ধর্ষিত হবার পর খুন হয়েছে ৬৮ জন, এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ১০৩ জন এবং অপহৃত হয়েছে ৪৮৬ জন বালিকা ও কিশোরী। কন্যাশিশুর অপুষ্টি, অশিক্ষা, অধিকারহীনতা আর নির্যাতনের এই বাস্তবতা আমাদের জাতীয় উন্নতির গতিকে কেবল শ্লথই করে দিচ্ছে না, তাকে দিন দিন নিয়ে যাচ্ছে আরও পেছনে, আরও অন্ধকারে। জাতি হিসেবে সুষম বিকাশের স্বপ্ন হয়ে উঠছে সুদূরপরাহত।

বাস্তবতা যত রূঢ়, যত প্রতিকূল, যত হতাশাব্যাঞ্জকই হোক না কেন, আমরা যারা দেশের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত প্রত্যাশা করি তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে এই বিপন্ন বাস্তবতার পরিবর্তনে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা বঞ্চনার শেকড় উৎপাটন কোন একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা পশ্চাদপদ সংস্কৃতি, মনোভাব ও চর্চাও একদিনে পাল্টে ফেলা সম্ভব নয়। সকল মহলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, সচেতন, বিবেকবান ও সমতাপ্রত্যাশী মানুষ যদি কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার সামাজিক আন্দোলনে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসেন ও সম্পৃক্ত হন, তবেই সম্ভাবনার নতুন সূর্য উদিত হতে পারে। ঝরে পড়া, পিছিয়ে পড়া অগুনতি কন্যাশিশু আবার যোগ দিতে পারে জীবনের আনন্দোজ্জ্বল উৎসবে। জীবনের সেই পূর্ণ প্রবাহ নিশ্চিত করাই আমাদের স্বপ্ন।

'জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে'র প্রাক্কালে আমাদের অঙ্গীকার–

- খাদ্য বন্টনের বৈষম্য দূর করে আমরা কন্যাশিশুর পুষ্টি ও সুস্থতা নিশ্চিত করবো।
- কন্যাশিশুর জন্য শিক্ষা-সহ বিকাশের সকল আয়োজন সম্পন্ন করার দাবীতে সোচ্চার হবো।
- কন্যাশিশুর খেলাধূলা ও চলাচলের অধিকার নিশ্চিত করবো ও তার স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবো।
- বাল্যবিবাহ ও অপরিণত মাতৃত্বের ঝুঁকি থেকে তাকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবো।
- কন্যাশিশুর প্রতি সকল বঞ্চনা-বৈষম্য-নির্যাতন-অবমাননার অবসান ঘটাতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

কন্যাশিশু এডভোকেসী ফোরাম

(তথ্যসূত্রঃ ইউনিসেফ, শিশু অধিকার ফোরাম)

Our pledges